শরৎ সদন সংরক্ষনের বিশেষ নিয়মাবলী

১) শরৎ সদন সংরক্ষনের জন্য প্রেক্ষাগৃহ, তারিখ, সময়, অনুষ্ঠানের ধরন উল্লেখ করে সংস্থার ঠিকানা, ফোন নং সহ সংস্থার প্যাডে নির্বাহী প্রযুক্তিবিদ শরৎসদন হাওড়া পুর নিগম এর কাছে শরৎ সদন প্রকল্প দপ্তরের কার্য্যালয়ে আবেদন করতে হবে।

২) আবেদন মঞ্জুরের সাত দিনের মধ্যে ভাড়ার ৫০% টাকা (ড্রাফটের মাধ্যমে)দিলে সংরক্ষন করা হবে, নতুবা আবেদন বাতিল হবে।

৩) অনুষ্ঠানের সাত দিন আগে সম্পূর্ণ ভাড়া, সতর্কীকরণ বাবদ ড্রাফট, মহকুমা শাসকের অনুমতিপত্র (প্রয়োজন সাপেক্ষে), অনুষ্ঠানসূচী, আমন্ত্রনপত্র, বিশিষ্ট শিল্পী/সংস্থার সম্মতিপত্র-এর প্রতিলিপি জমা দিয়ে প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহারের অনুমতিপত্র নিতে হবে।

৪) হল সংরক্ষনের পরে কোনো কারনে প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহারে অসমর্থ সংস্থাকে অনুষ্ঠানের অন্তত ৩০ দিন পূর্বে যুক্তি- সঙ্গত কারণ সহ বাতিলের আবেদন পত্র পেশ করতে হবে। ভাড়ার টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে না, ভবিষ্যতে বন্টনীকৃত তারিখে ভাড়া হিসাবে সমন্বয় (এ্যাড্‌জাস্ট) করা হবে।

৫)হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্দেশে ও সরকারি অনুষ্ঠানের জন্য সংস্থাকে বন্টনীকৃত নির্দিষ্ট দিনটি বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষের থাকবে।

৬)অনুষ্ঠানকারী সংস্থা শব্দ ও আলো বাইরে থেকে এনে বাবহার করলে অনুষ্ঠানের ১৫ দিন পূর্বে সংস্থার প্যাডে এবং তার সাথে কোন সংস্থার মাধ্যমে আলো এবং শব্দ বাইরে থেকে আনা হচ্ছে তার প্যাডে সংস্থার লাইসেন্স সহ সদন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। অন্যথায় ঐ শব্দ ও আলো ব্যবহার করার অনুমতি কর্তৃপক্ষ নাও দিতে পারেন। প্রয়োজনে সংস্থাকে শব্দহীন জেনারেটার বাইরে থেকে আনতে হবে।

৭) বাইরের শব্দ ও আলো ব্যবহারের জন্য কোন বিভ্রাট বা দুর্ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেই দায়ী করা হবে।

৮) বন্টনক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্তগুলি যথাযথ পালিত না হলে প্রশাসন আধিকারিক সংস্থাকে প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহারের অধিকার বাতিল করে দিতে পারেন।

৯) বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন বোধে কর্তৃপক্ষ কারণ না দর্শিয়ে সংস্থার কাছ থেকে যে কোন দিনের জন্য প্রেক্ষাগৃহ ব্যবহারের অনুমতি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন ।

১০) অবশ্য ৫ ও ৯ ক্ষেত্রে অনুমোদনক্রমে বাতিল করা নির্দিষ্ট দিনের পরিবর্তে অন্য কোন দিন, সংস্থার আবেদন সাপেক্ষে বন্টন করা যেতে পারে।

১১) সকালের অনুষ্ঠানের সময় সীমা বেলা ৯ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত । সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের সময় সীমা ৫ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত (৪ঘন্টার জন্য)। সকালের অনুষ্ঠানের সর্বাধিক ২ টা এবং সন্ধ্যায় ৯.৩০ মিনিটের পর আর কোনো অনুষ্ঠান করা যাবে না। অতিরিক্ত প্রথম ৩০ মিনিটের জন্য ভাড়ার ১৫ শতাংশ এবং তার পরবর্ত্তী ৩০ মিনিটের জন্য ভাড়ার ২০ শতাংশ হারে (মোট ৩৫ শতাংশ) টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট জমা দিতে হবে।

১২) শনি, রবি এবং ছুটির দিন ব্যতীত সকালের মহলার ভাড়া ১নং হলে ৩০০০ এবং ২নং হলের জন্য ৫০০টাকা এবং সময় সীমা বেলা ১০ টা থেকে ১টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট। শনি, রবি এবং ছুটির দিন সকাল এবং যে কোন সন্ধ্যায় মহলার জন্য অনুষ্ঠানের হারে ভাড়া দিতে হবে।

১৩) অনুষ্ঠানের পরে ৭ দিনের মধ্যে সতর্কীকরণ বাবদ জমা রাখা ড্রাফট ফেরৎ না নিলে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

১৪) প্রবেশ পত্র বিক্রয়ের জন্য অনুষ্ঠানের দিন সমেত মোট ৬ দিন এবং বিক্রয় কেন্দ্র খালি থাকলে মোট ৭ দিন আগাম অনুমতি নিয়ে বিক্রয় কেন্দ্র ব্যবহার করা যাবে।

১৫) প্রতি সংস্থাকে একটি ব্যানার ও দুটি পোস্টার ব্যবহার করতে দেওয়া হয়।

১৬) মঞ্চে ও প্রেক্ষাগৃহের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তরে কোনরূপ বানিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করতে কোন ক্ষেত্রেই দেওয়া হয় না।

১৭)নিষিদ্ধ:-ক)চটুল গান, নাচ পরিবেশন এবং অনুষ্ঠানে
কুরুচিপূর্ণ শব্দ বা দৃশ্য দেখানো।

খ) মূলত: রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও দল সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত নাটক বা অনুষ্ঠান করা।

গ) মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে প্রদীপ, কোনরকম বাতি বা দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা।

ঘ) শরৎ সদন সীমানার মধ্যে রন্ধন /অগ্নি জ্বালানো।

ঙ) প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় আনা নিষেধ। (প্রতিটি আমন্ত্রনলিপিতে মূদ্রন করতে হবে)

চ) অনুষ্ঠান শুরু করার আধঘন্টা পূর্ব থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কোন সময়েই মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহে ও প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চে যাতায়াত।

ছ) প্রেক্ষাগৃহ বা মঞ্চের মধ্যে নির্দিষ্ট আসন ছাড়া অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা।

জ) মঞ্চে বসে ভারী মঞ্চ সামগ্রী তৈরী করা এবং সদনের দেওয়া আসবাব পত্রে পেরেক মারা।

১৮) প্রতিটি ভিডিও রেকর্ডিং (বিদ্যুৎ সংযোগ না নিলেও) এর জন্য ৪০০ টাকা, প্রতিটি বৈদ্যুতিক সংযোগ নেবার জন্য ২০০ টাকা, পোডিয়াম ব্যবহারের জন্য ১০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। (চার ঘন্টার জন্য)

১৯) কর্ডলেশ মাইক প্রতিটি ৫০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফটের বিনিময়ে আগে বুকিং সাপেক্ষে পাওয়া যাবে।(চার ঘন্টার জন্য)

২০) সমস্ত রকম দেয় অর্থের উপরে ১৮ শতাংশ হারে G.S.T.যুক্ত হবে।

২১) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা যান্ত্রিক গোলযোগে বা বিদ্যুৎ বিভ্রাট জনিত কারণে অনুষ্ঠান বন্ধ হলে তার জন্য সদন কর্তৃপক্ষ দায়ী হবেন না বা ক্ষতিপূরণ দেবেন না।

২২) অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বে বা চলাকালীন কোন বৈদ্যুতিক, শীতাতপ ও শব্দ ব্যবস্থার গোলযোগ ঘটলে তৎক্ষনাৎ সংশোধন করা অথবা নতুন বৈদ্যুতিক বাতি সরবরাহ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

২৩) অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সংস্থাকে শরৎ সদন ও সদন এলাকা যথাশীঘ্র ত্যাগ করতে হবে।

২৪) সংশ্লিষ্ট সংস্থাকর্তৃক অন্য সংস্থাকে প্রেক্ষাগৃহ নিজেদের উদ্যোগে ব্যবহার করতে দেওয়া বা অন্য সংস্থার নামে প্রবেশপত্র বাবহার করা নিয়মানুসারে দন্ডনীয়।

২৫) কোন সংস্থা এই নিয়মাবলী লঙ্ঘন বা অবহেলা করলে করলে সদন কর্তৃপক্ষ সংস্থাকে 'তালিকা বহির্ভূত' বলে গণ্য করতে পারেন।

২৬) নিয়ম সংক্রান্ত ব্যপারে কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আদেশানুসারে
শরৎ সদন কর্তৃপক্ষ

বি.দ্রঃ- এ ছাড়াও কিছু জানার থাকলে অফিসে যোগাযোগ করে জেনে নেবেন।